ধারাবাহিক

নানা রঙের দিনগুলি

শান্তি কুমার রায়চৌধুরী

ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বাড়ীতে পৌঁছায় সঞ্জয়। বাজারের ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়েই চিৎকার করে ওঠে, মা—মা।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসে মা। কিরে, কি হোল? অত হাঁপাচ্ছিস কেন? দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরে মা বাসন্তীদেবীকে।

'দেখলে তো! তখনই বলেছিলাম, ওকে বাজারে পাঠিও না। কেমন করছে দেখ।' চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখেন বরুন বাবু। তাড়াতাড়ি ছুটে আসে বারান্দায়, 'কি হয়েছে?'—

"দেখ, বাবু' কেমন হাঁপাচ্ছে।"

"বাবা, আমি Scholorship পেয়েছি—"

বরুন বাবু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে।

তাড়াতাড়ি ছেলের হাত থেকে Post Card ও খামটা নেয়।

সত্যিই তো Post Card টায় লেখা আছে সঞ্জয় Govt. of India Merit Scholarship পেয়েছে কিন্তু তার চিঠি টা গেছে C.R.Avenue এতে থাকা জনৈক P. C. Ghosal এর কাছে। উনি জানতে চেয়েছেন উনার ছেলেরটা যদি আমাদের কাছে এসে থাকে তাহলে দুজনের মধ্যে পাল্টে নিলেই চলবে এবং উনি তার জন্য এই সপ্তাহেই উনার বাড়ীতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খুব আনন্দ হচ্ছে সঞ্চয়ের। দু হাত মাথার ওপর তুলে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে। ততক্ষণে ছোট বোন সুদেষ্ণা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরও খুব আনন্দ হচ্ছে। মা বলেই চলেছে, 'দেখলে তো, প্রথম দিন থেকেই শুধু বলে চলেছো, হবে না, হবে না। আমি জানি ও ঠিক পারবে। মুখবন্দ খামটা খোলেন বরুণবাবু। ওপরে লেখা On India Govt. Service. Scholarship এর চিঠি।

কিন্তু একি? এ চিঠি তো মিঃ ঘোষালের ছেলের নয়। কোন এক আগরওয়ালের। তাহলে—।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বাসন্তীদেবী বলে ওঠেন, 'তুমি কালই কোলকাতায় গিয়ে আমার ছেলের চিঠিটা নিয়ে এসো, এটা উনাকে দিয়ে এসো। আমার ছেলেরটা নিয়ে উনার তো কোন লাভ হবে না।'

'ঠিক আছে, তাই হবে'। জ্বরটাও আজ বিকেল থেকে নেই। 'চা টা একটু গরম করে দাও তো!" বিছানায় বরুণবাবু আধশোয়া অবস্থায় চিঠিগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন।

পরদিন সকাল। বিজনকাকু আর বরুনবাবু বেরিয়ে পড়েছেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। সঞ্জয়ের মনটা উস্‌খুশ করতে থাকে। বাবা যদি নিয়ে যেতো সঙ্গে। না, সেটা আর হোল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। বাড়ীতে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে কখন বরুনবাবু ফিরবেন। রাত দশটা—এগারটা। না, বাড়ী ফিরলো না। টেলিফোন নেই। বরুনবাবুর কোন খবর নেই। একটু স্বান্তনা এই যে, সঙ্গে বিজনকাকু আছেন। খুবই সমঝদার লোক।

পরের দিন সারাদিন গেল। না, আজও কোন খবর নেই। সারারাত সবাই এবার দুশ্চিন্তায়। ভোর হতেই মা সঞ্জয়কে পাঠালো বিজনকাকুর বাড়ীতে। কোন খবর আছে কিনা? ওদের টেলিফোন আছে। কিন্তু না। ও বাড়ীতেও কোন খবর নেই। ও বাড়ীতেও মাসীমা, মেসোমশায় সবাই চিন্তিত। কি হোল? একটাও খবর নেই কেন?

তৃতীয় দিন। সন্ধ্যে সাতটা। "খোকন—"

সঙ্গে সঙ্গে ছুট্ সঞ্জয়ের। বাবা ওকে খোকন বলেই ডাকে। 'মা, মা বাবা এসেছে।"

মা তখন সন্ধ্যা আরতি করছিল। তাড়াতাড়ি চলে আসে। দরজা খোলে।

সামনে দাঁড়িয়ে, বাবা আর বিজনকাকু। "এসো এসো। এসো বিজন, ভেতরে এসো, একটা খবর দেবে তো? আমরা তিনদিন পাগলের মত ঘর বার করছি।"—মা চট্‌পট মাদুরটা পেতে দেয়।

"বৌদি আগে একটু চা-টা দিন। অনেক খবর আছে।। বরুনদার যা কাণ্ড—কি বলবো?"

সঞ্জয় ভয় পেতে শুরু করে। কি হোল? বাবা তো কিছুই বলছে না।

মা পাঁপড় আর চা এনে দেয় সকলের জন্য।

'বৌদি, চা খুব ভালো হয়েছে।"

'তুমি বাবা বাড়ীতে আগে একটা খবর পাঠাও। সবাই চিন্তা করছে।"

বরুন বাবু চুপ। কিছুই বলছে না। বিজনকাকু বলতে শুরু করে।

'বরুনদাকে কোথাও নিয়ে যাওয়াই বিপদ। ঘোষাল তো ওর ছেলের চিঠি নেই শুনেই আর কোন কথা শুনতেই চাইছিলেন না। বরুনদা সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠেন, "আরে মশাই, আমাদের চিঠি আমাদের যদি ফেরত না দেন, তবে আসতে বললেন কেন? কথাকাটাকাটি অনেকক্ষণ। ঘোষালবাবুর স্ত্রী শেষপর্যন্ত বললেন, উনার ছেলেরটা দিয়ে দাও। মনে কর উনার কাছে যে চিঠিটা এসেছে সেটাই তেমার কাছে এসেছে। তাহলে একজনের ব্যাপার তো মিটে যাবে।

ধমকে ওঠেন ঘোষালবাবু। 'যাও ভেতরে। আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে।'

ততক্ষণে মিসেস ঘোষালের হাতের গরম চায়ের কাপ টেবিলে পড়ে ছত্রখান। বরুনদার গায়ে গরম চা। চিৎকার, দক্ষযজ্ঞ সে এক মারাত্মক কাণ্ড। বরুনদা তো একটুতেই নার্ভাস। ঘোষাল চুপ করে বসে মজা দেখছে। "তাহলে কি আপনি চিঠিটা দেবেন না? " বললাম তো, না। যা পারেন করুন গিয়ে।" বরুণদা বলে চলেছেন, তাহলে D.I. Office চলুন, দুজনে একসঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখাই, কি হয়েছে।"

" না। আমার সময় নেই। Office আছে। Sorry" । আমি তখন বরুনদাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছি। গরম চা পড়েছে। ওদের কাছে বোরোলীন চাইতেও ইচ্ছে করছে না।

বরুনদা শেষ পর্যন্ত উঠলেন। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে বোরোলীনের দোকান খুঁজছি। C.R. Avenue তে বেরোলীনের দোকানই পাচ্ছি না।, শেষ পর্যন্ত একটা ওষুধ দোকানে এসে Burnol ও বোরোলীন দুটোই পেলাম।

"বিজন বাড়ী চল। ও হবে না।" আমি নাছোড়বান্দা। আমি বললাম, "বরুনদা কোলকাতা যখন এসেছি, কাজটা শেষ করেই যাই।"

তখন ১১টা বাজে। D. I. Office এ এলাম দুজনে। কিন্তু কাকে কি বলবো। প্রায় সব টেবিলই ফাঁকা। D.I. সাহেব নাকি আজ আসবেন না, কাল আসবেন। রাত্রে শিয়ালদার কাছে একটা ছোট হোটেল এ থাকলাম। পয়সাও সঙ্গে বেশী নেই।

পরদিন আবার D. I. Office । সাহেব এসেছেন। প্রচুর কাজ ওনার। দেখাই করছেন না। শেষ পর্যন্ত আমরা ২টোর সময় কথা বলার সুযোগ পেলাম। উনি কাগজপত্রগুলো সব দেখলেন, বললেন, "আর বলবেন না। গত বছর ও এ রকমই তিনি চারটে case হয়েছিল। যাইহোক, দেখছি।" উনি কাউকে একজনকে ডাকলেন, বললেন, 'দেখ তো পঞ্চা কি কাণ্ড করেছে।" School এর Copy টা ঠিক ঠাক্ গেছে তো?"

"হ্যাঁ, sir, তবু দেখছি।"

"এটার আর একটা Duplicate চিঠি করে দাও।"

"হ্যাঁ, sir, আপনারা বাইরে আসুন।"

D.I. সাহেবের ঘর থেকে আমরা বেরোলাম বাইরে। দাঁড়িয়ে আছি। বসার কোন জায়গাই নেই। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। দাদা তো ভাত খাবেন। কিন্তু কোথায় ভাত? সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয় নি। পাঁউরুটি আর ঘুঘনী খেয়ে ওপরে উঠে এলাম।

কি সর্বনাশ। এ লোকটা গেল কোথায়? পাশের Seat এর একজনকে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন, কে নিশীথবাবু? উনি বাড়ী চলে গেছেন, উনার বাড়ীতে কি অসুবিধে হয়েছে।"

আবার D.I. সাহেবের ঘরে। "sir, উনি তো চলে গেছেন, কি হবে? আমরা বহুদূর থেকে এসেছি।"

" আগামীকাল আসুন, পেয়ে যাবেন।"

ফিরে এলাম ডাবপট্টিতে, কলেজস্ট্রীটে। পশুপতি কাকু তখন ফিরে এসেছে ঘরে।

" কি ব্যাপার মাস্টার দা?"

"আরে ছেলেটা Scholarship পেয়েছে। কিন্তু চিঠি টা Office ভুলভাল Despatch করেছে। "মাস্টারদা, তখনই বলেছিলাম, সঞ্জয় পাবেই।"

"দেখি কাল আবার Office এ যাই।"

"আমি কি সঙ্গে যাবো? কাল আমার University তে ক্লাস নেই। Strike."

" না, আমি কথা বলে এসেছি। কালকে যেতে বলেছে। তাছাড়া সঙ্গে বিজন আছে।" এতক্ষণে বিজনের দিকে চোখ পড়ে পশুপতিকাকুর। "আরে তুই?"

দুজনে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে। বিজনকাকু আর University তে যায় নি। বড়লোকের ছেলে। জমিদার বাড়ী। পরদিন সকাল ১০-৩০ মিনিট। "বৌদি, কি বলবো? দাদা সারারাত ঘুমোয় নি। কখন ভোর হবে?"

যাক্, দেখি D. I. সাহেব এসেছেন। নিশীথবাবু আসেন নি।

কিছু একি? কাকে দেখছি? ঐ লোকটা। ঘোষালবাবু। স্যুট, টাই পরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে হাসতে হাসতে।

"কি হোল?"

"বরুনদা তো, কোন কথা না বলে সোজা উল্টো দিকে হাঁটা দিলেন।"

"আমি বললাম, না কিছু হয় নি। উনি কথা না বাড়িয়ে, সোজা চলে গেলেন D.I. সাহেবের ঘরে, ততক্ষণে নিশীথবাবু এসে গেছেন।

আবার D.I. সাহেবের ঘরে উনার ডাক পড়লো। উনি চলে গেলেন D.I. সাহেবের ঘরে।

কিছুক্ষণ পর ফিরেই বললেন, আপনাদেরটা Solve হয়ে গেল। আপনাদের চিঠিটা ফেরত পেয়ে গেছি, এই নিন। আমাকে এখন ঘোষালবাবুর টা Duplicate বানাতে হবে।

বরুনদাতো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন।

"না, না, ওটা আমি ছোঁব না। আপনি আমাকে নতুন করে বানিয়ে দিন।"

"কেন, কি হোল?"

কেন, সেকথা বলা যাবে না।

"নিশীথবাবু বললেন, "আপনি মশাই Lucky। Original টাই ফেরত পাচ্ছেন। দুটো Original তো হয় না।"

বরুনদা কথা না বাড়িয়ে Original টা নিয়েই সোজা রাস্তায়।

তারপর বাস, তারপর বাড়ী।

এতক্ষণ ধরে রুদ্ধশ্বাসে সবাই শুনছিল বিজনকাকুর কথা। সঞ্চয়ের মুখটা চকচক্ করছে আনন্দে।

এতক্ষণ পরে বরুনবাবু মুখ খুললেন। "আজ শুক্রবার, বুধবার সকালে ওকে school এ ভর্ত্তি করে আসবো, জামা কাপড় সব গোছাতে শুরু কর। কোথায় School? কি school? এতক্ষণ মাথায় কথাটা আসে নি।

বাসন্তীদেবী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় পড়তে যাবে? এখানে school এ কি হোল? এটা তো ভালো school।"

" না, ও এখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়বে, Scholarship এর চিঠিতে তাই লেখা।"

'সেটা কোথায়।"

"কোলকাতায়—কাছেই। আগে ভর্ত্তি করে আসি। তারপর সবাইকে ঘুরিয়ে আনবো।"

দেখতে দেখতে বুধবার এসে গেল। এ কয়দিন সবাই ওকে খুব আদর করছে। School এর Sir -দের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। হেড Sir, প্রফুল্লবাবু, সুরেশবাবু সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। সবাই বলেছে, খুব ভালো করে পড়তে, বাবার মুখ উজ্জ্বল করতে। প্রত্যেকেই তাকে একটা করে বই দিয়েছে। কেউ পেন, গল্পের বই, স্বামীজীর বই। এর মধ্যে মাধবকাকুর Tailoring এর দোকান থেকে দুটো নতুন হাফ্‌প্যান্ট, দুটো নতুন জামাও এসেছে। নতুন একটা সোয়েটার। শীতকাল চলছে।

বুধবার বাবা ও সঞ্জয় সকালেই বেরিয়ে পড়ে নরেন্দ্রপুরের উদ্দেশ্যে। নদী পেরোতে হয়েছে। তারপরে বাস, কুলপীতে নামা। আবার বাস বিষ্ণুপুর পর্যন্ত। আবার বাস নরেন্দ্রপুর। বরুনবাবু আর সঞ্জয় সখন নরেন্দ্রপুরে ঢুকলো, তখন বিকেল ৪ টে। Head Sir, শ্যামল মহারাজকে পাওয়া গেল Stadium এ। তিনি তখন মাঠে বসে ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখছেন। বরুনবাবু ও সঞ্জয় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই উনি বলে উঠলেন, "সঞ্জয় তো?" সঞ্জয় তো অবাক। কেউই তো উনাকে তার নাম জানায়-নি। অথচ—

"আমি অখণ্ডানন্দ ভবনে House Master। আমাদের Engish Teacher Sunil কে বলে রেখেছি, ও ঐ ভবনেই থাকবে। ওকে নিয়ে চলে যান। ওর কি কি এনেছেন? যাক্ যা লাগবে, আমরা সব দিয়ে দেব। কাল থেকে ক্লাস করবে সঞ্জয়। সামনের সপ্তাহে Monthly Test."

ভয় করছে সঞ্জয়ের।

পারবে তো এদের সঙ্গে? বাবা বলেছে এখানে নাকি সব স্কুলের First Boy রা ভর্ত্তি হয়।

নিজেকে আশ্বস্ত করে সঞ্জয়।

ও তো একটা স্কুলের First Boy. তবে—

মহারাজ বলে ওঠেন, "বরুনবাবু, আপনি অনেকদূর থেকে এসেছেন, আজ রাত্রে আমাদের Guest House এ থাকবেন।"

"আচ্ছা, মহারাজ, আমরা তাহলে Hostel এ যাই।"

"হ্যাঁ, যান।" মহারাজ আবার খেলা দেখতে শুরু করেন। মহারাজকে দেখে সঞ্চয়ের মনে একটা অদ্ভূত অনুভূতি হতে থাকে। কি সুন্দর কথাবার্ত্তা। কি মিষ্টি ব্যবহার। মনটা বেশ খুশী খুশী লাগছিল।

অখণ্ডানন্দ ভবনে এসে পৌঁছায় বরুনবাবু আর সঞ্জয়।

(ক্রমশঃ)

কবিতা

দুটি কবিতা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. সি. এস. আর., লিগ্যাল

।।১।।

অথজীবনকথা

একদিন থেমে যাবে যাবতীয় স্পন্দন,
দ্রুততর হয় পালস্ বিট, হে ঈশ্বর,
একে একে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাও, শক্তিসামর্থ্যটুকু,
তোমাকেই খুলে দিয়ে যাব জাগতিক সম্ভার, আভরণ, চেতনা ও
অচেতন আচ্ছন্ন ঘোর, মুগ্ধতা, দৃষ্টি, অনুভব.....
জোনাকির মতো জ্বলে নেভে আশা, আগলানো রাজ্যপাট,
আলো, ভালবাসা,
সিগারেটে সুখটান, কতটা ফিল্টার হলে পরিশুদ্ধ হয় অজানাই.....
ওড়ে ছাই.....স্বপ্ন মায়া.....

জীবন কি শাদা পাতা কালো বর্ডারে
শোকচিহ্ন ধ'রে রাখে ঃ
এক জন্মে কত জন্ম, কত মৃত্যু, যোগফল,
সুখেরা পেতেছে তাঁবু দুঃখের অরণ্যছায়ায়;
অবিরল অশ্রুক্ষরণে বহমান
ঝাপসা সুখ ঝাপসা মুখ সারি সারি
স'রে স'রে যায়.....
জীবনের শেষ সত্য সারসত্যটুকু
চড়ুই পাখির মতো খুঁটে খুঁটে ঘুরে ঘুরে খাই.....
যা যা দিলে দানে দিতে হবে সবই প্রতিদানে,
হে ঈশ্বর, থাকে না কিছুই
নাকি শুধু উত্তরাধিকার
তুলে রাখে মোবাইলে স্মৃতিছবি—ক্রমধূসরতাময়,
অভ্যাসবশত.....

।।২।।

যোগাযোগ

ঝ'রে পড়ে শুকনো ফুল, হল্‌দে পাতা,
গাছ কি ফুলের কথা বোঝে? গাছ কি পাতার কথা বোঝে?
নাকি অন্ধকারে তারও বুক মোচড়ায়?
মানুষও কি মানুষের কথা ভাল বোঝে?
প্রেম-প্রীতি-স্নেহ ও প্রণয় ঃ
মাঝখানে স্থান কেন ক'রে নেয় ভয়?
মানুষ মূলত মূক নিথর বধির!
মানুষ বা নিজেকেই কতটুকু জানে?—বাঁচা ও না-বাঁচার মানে?
নিজেরই ছায়ার গণ্ডি কোনোভাবে পারে না পেরুতে!

যে-হাত মাউসে রাখো যন্ত্রময় একা একা প্রিয়
বন্ধু ভেবে সেই হাত সকলের হাতে মেলে দিও।
শূন্যতা জেগে থাকে সর্বত্র হা-হা মাঠে চরাচর জুড়ে
ঈথারতরঙ্গে আহা যোগাযোগ যদি জোড়া যায়,
কুসুম-কুসুম জ্যোৎস্না গায়ে-হলুদ হচ্ছে চাঁদের,
নক্ষত্র-নকশা রাতে এ-পৃথিবী লাগে রমণীয়—
হৃদয়ের মধ্যে খুব গভীর ভেতরে রাগ-রাগিণীরা জেগে ওঠে!
তবুও দু-দিক থেকে দু-জনের দু-দুটি হাত
ঝুলে থাকে দূরত্বে দৌরাত্ম্যে....ফেরায় আঘাত!

ব্রহ্মাণ্ড জোড়া যায় যদি যোগাযোগে
হৃদয়েতে এ-প্রযুক্তি অধরাই থেকে যাবে বুঝি! সোজাসুজি
কবে বলব ঃ হে প্রিয়, তোমার কথা আমিও কিছু বুঝি!

অনামী প্রহর

পীযূষ ভট্টাচার্য

ডি.এস. আর-১, উত্তর ২৪ পরগণা

অসময়ে এসে পড়েছি.....

দুর্নিবার প্রকৃতির ডাক এখন আপন করো।

ধুলায়িত বাবুয়ানা একটু জিরোক

রেলের শেডের নীচে মিনিটের পথচলা গুনে।

ক্রমশ আবছা হওয়া মেঘলা বিকেল—

কাক-শালিখের শেষ কথা বলা,

নীল ক্যানভাসে চলমান আল্‌পনা

বলাকার সারি,

প্ল্যাটফর্ম পার হওয়া জিরজিরে পুরোনো সাইকেল

আমায় সারিয়ে তোলো—

ধুলায়িত বাবুআনা সংবিৎ পাক।

সন্ধে নেমে আসে.....

দম্পতি, ছেলে-কোলে মা, সঙ্গীহীন কেউ, বৃদ্ধ-যুবা

গ্রামীণ আকাশ একে একে জড়ো হয়;

ব্যস্ত হয় ক্ষীরাইয়ের প্রাণিত সময়.....

চোখের দাঁড় বেয়ে মেমু ট্রেন ঢুকে পড়ে

অপেক্ষার প্রান্তরে এইবার।

বিদায় ক্ষীরাই,

ধুলায়িত বাবুয়ানা সামাল দেওয়া অনামী প্রহর

তোমায় বিদায়।

Who are You?

Amit Bandopadhyay
A.D.S.R. Habra

Who are you?
Tell me please–
Are you a Nor'wester?
Soothing relief and refreshing life
In the intense summer heat.

You seem to be an oasis
To an exhausted traveller
Struggling in the heat
And drudging through the sands.

Yeah-you are a Saviour
You are the light house
To a storm–hit tired Sailor
From nowhere you arise.

Who are you?
Tell me please–
Whoever you are
You and only you
Are my ultmate bliss!

নির্ভীক

সত্যজিৎ বিশ্বাস
এ. ডি. এস. আর., দুর্গাপুর

জন্ম লগনে মানব আমি মেলিয়া দেখিনু আঁখি,
সারা পৃথিবী মানব বলিয়া আমারে নিল যে ডাকি।
আমারে দেখালে তাহার বুকের অজ্ঞাত যত সুধা,
বলিল চুপে, "মানুষ তুমি মিটাও আজিকে ক্ষুধা।"
তাই অভিসারে চলিনু আমি আঁধারের সিঁড়ি দিয়া,
কখন সুখে হাসিনু আমি, কখন কাঁদিল হিয়া।
বলিনু সুখে-দুখে, একি! পথের নাহিকো ঠিক?
কে যেন বলিল, "ঝড়ের পথিক নির্ণয় কর দিক"।
আঁধারের পথে চলিতে চলিতে বারে বারে সরে পা,
বুঝি বা পড়ি, বুঝি বা মরি—কেঁপে ওঠে সারা গা,
এমনি করে পথে চলিতেছি মরণেরে না ডরি;
কোথা তুমি সুখ দুখের অতীত আনিব তোমারে ধরি।
ভীরু নহি আমি, চাহি আমি শুধু খাঁটি মানুষের দাবি;
বাহিরিব পথে খুলি দুইহাতে আঁধার ঘরের চাবি।
দিবে না আলো? দিবে না পথ? আঁধারে মরিব ঘুরে?
মনেও ভেবনা তোমারে প্রভু ডাকিব করুণ সুরে।
আমারে দিয়েছ মানুষের দাবি, দিয়াছ মোরে শকতি,
রুদ্র সনে জয় করি রণে তবেই দানিব ভকতি।
তোমার শকতির কভু গো আমি করিব না অবহেলা,
দুস্তর পাথারে উঠিতে পাড়ে খুলিয়া দিনু ভেলা।

প্রতিবিম্ব

অনুপ কুমার মণ্ডল

এ. ডি. এস. আর.(রেকর্ড), আর. এ. কোলকাতা

নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছি বহুবার,

কখনো আয়নায় কখনো বা প্রেয়সীদের চোখে।

কিন্তু প্রতিবারই নিজেকে চিনতে অসুবিধা বোধ করেছি—

কখনো প্রতিবিম্বে মনে হয়েছে ভীষণ গম্ভীর আমি,

কিন্তু বাস্তবে তখন আমি ভীষণ ভঙ্গুর।

কখনো প্রতিবিম্বে মনে হয়েছে কল্পনার প্রেমিক,

হয়তো তখন আমি ভীষণ বাস্তববাদী।

কেন এই বৈপরীত্য তার ব্যাখ্যা কোনোদিন খুঁজে পাইনি।

আজ আবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখলাম—তোমার চোখে।

ভীষণ অন্যরকম লাগছিল নিজেকে।

সে কল্পনার প্রেমিকও নয়, আবার কঠোর বাস্তববাদীও নয়।

কে সে? কল্পনা ও বাস্তবের এক অদ্ভুত মিশেল?

কবিতায় ও গানে অনেক প্রেমিকার চরিত্র দেখেছি।

সে সব চরিত্র কখনো কল্পনার জগতে

বিরাজ করতে করতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে,

কখনো বা বাস্তবের কাঠিন্যে নিজেকে ক্ষয় করে চলে।

কিন্তু নিজেকে আজ তাদের থেকে ভীষণ আলাদা লাগছিলো।

মনে হচ্ছে কল্পনার শক্তি দিয়ে

বাস্তবের কাঠিন্যকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছি।

বুঝেছি, এগিয়ে চলাই ধর্ম—

শুধু কল্পনার জগতে এগিয়ে যাওয়া,

অথবা, বাস্তবের কাঠিন্যে আটকে থাকা—দুটোই মৃত্যু।।